ভক্তজনে বন্ধুভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাই দেখান হইল। অন্যত্র ১।৭।১১ শ্লোকে শ্রীসূত গোস্বামীও শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে বর্ণন করিয়াছেন—ভগবান্ বাদরায়ণি (শ্রীশুকদেব) শ্রীহরির গুণে আক্ষিপ্তমতি হইয়া বৃহদাখ্যায়িকাময় শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি সর্ব্বদা বিষ্ণুজন প্রিয় ছিলেন। অর্থাৎ শ্রীহরিভক্তই তাঁহার একান্ত প্রিয় ছিলেন, অথবা নিখিল হরিভক্তগণের তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। এ বাক্যেও উত্তম ভাগবতের ভক্তজনে বন্ধু-ভাবের কথা দেখিতে পাওয়া যায় এবং "ভোজনাং কূলপাংসন" ১০।১ অধ্যায়ের এক বাক্যে শ্রীশুক প্রভৃতি মহাভাগবতগণের ভক্তভগবদ্দ্বেষীগণের প্রতি দ্বেষও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যম ভাগবতগণের ভক্তভগবদ্দ্বেষী-গণের প্রতি অনভিনিবেশই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। উত্তম ভাগবতগণের কিন্তু সেই পূর্ব্বোক্ত দ্বেষীগণের প্রতিও তাদৃশ বিরোধীজনের শাসনকর্ত্তারূপে নিজ অভীষ্টদেবের স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত ঘটে না। অর্থাৎ যাহারা ভক্ত ও ভগবানকে দ্বেষ করেন, তাহাদের সেই দ্বেষে উত্তম ভাগবতগণের মনে নিজ অভীষ্ট প্রাণবল্লভের কথাই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। সেই স্ফূর্ত্তি পাইবার প্রকারটিও এই যে—"এই সকল ভক্তভগবদ্দ্বেষীগণকে শাসন করিতে আমার প্রাণবল্লভ শ্রীগোবিন্দ ভিন্ন আর কেহই সমর্থ নয়"—এইভাবে নিজ অভীষ্টদেবের কথাই হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। মধ্যম ভাগবত হইতে উত্তম ভাগবতের এইপ্রকার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইবে। সেই ভগবদ্দৃষ্টিতেই শ্রীমান উদ্ধব প্রভৃতিরও শ্রীহরিবিরোধী দুর্য্যোধন প্রভৃতিতে নমস্কার দেখা যায়। এস্থানে বুঝিতে হইবে—৪।৩।২৩ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীশিব শ্রীশঙ্করীর নিকট যে "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্" অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বের নাম বসুদেব। সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রকাশমান তত্ত্বের নাম বাসুদেব। আমি সেই বাসুদেবকে অন্তর্মনা হইয়া সর্ব্বদাই প্রণাম করিতেছি। দেহ-দৃষ্টিতে প্রণাম করি না বা দেহাভিমানীকে প্রণাম করি না, প্রতি হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে বিদ্যমান শ্রীবাসুদেবই আমার প্রণম্য। "গুহাশয়ায়ৈব ন দেহমানিনে"—এইরূপ শ্রীশিববাক্যের মত উত্তম ভাগবত শ্রীউদ্ধব প্রভৃতিরও দুর্য্যোধনাদির প্রতি নমস্কারাদি ব্যবহার দেখা যায়। ১০।৬৮।১৭ শ্লোকে লক্ষ্মণাহরণ প্রসঙ্গে শ্রীবলদেবচন্দ্র কৌরবগণের নিকটে নিজের আগমন সংবাদ জানাইবার জন্য যখন শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলেন, তখন তিনি যাইয়া প্রথমতঃ অম্বিকাপুত্র ভীষ্মদেবকে তৎপর দ্রোণাচার্য্যকে তৎপর বহ্লিককে তৎপর দুর্যোধনকে বিধিবৎ প্রণাম করিয়া শ্রীবলদেবচন্দ্রের আগমন